দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ : 31 OCT 2016 পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

যোগ্যরা বঞ্চিত হতে যাচ্ছে

বর্তমান সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ কিছু চমৎকার পদক্ষেপ নিয়েছে, যা প্রশংসার দাবি রাখে। আমি যে বিষয় নিয়ে লিখছি তা হলো—এনটিআরসিএ কর্তৃক অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং মেধার ভিত্তিতে বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় (নিবন্ধনধারীদের) শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ সম্পর্কে। আগে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি শিক্ষক নিয়োগে মূল ভূমিকা রাখতেন। অভিযোগ আছে—এক্ষেত্রে ঘুষের বিনিময়ে বহু প্রতিষ্ঠানে কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী চাকরি পেয়ে যেতেন। যোগ্যতর প্রার্থী বঞ্চিত হতেন। তাই বর্তমানে যে উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে তা ভালো। তবে একটি কারণে তাই-ই হতে যাচ্ছে, যা আগে হতো। আর সেটি হলো নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া। জানা মতে, এমন অনেক জেলা আছে যেখানে সব উপজেলায় সহকারী শিক্ষক বা প্রভাষক পদ একটিও খালি নেই। এখন যদি এমন হয়—একজন প্রার্থী যে তার জেলায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বাধিক নম্বরপ্রাপ্ত—কিন্তু তার উপজেলায় সংশ্লিষ্ট পদ খালি নেই। তাহলে তিনি অন্য উপজেলায় তখনই চাকরি পাবেন যখন প্রায় অসম্ভব কিছু শর্ত পূরণ হয়। যেমন আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানটির 'সংশ্লিষ্ট উপজেলায় প্রার্থী পাওয়া না গেলে'। হ্যাঁ বলা আছে 'যোগ্যপ্রার্থী' পাওয়া না গেলে। এখন এনটিআরসিএ প্রদত্ত সার্টিফিকেট অনুযায়ী ৪০% নম্বর পেলেই যোগ্য। তাই এটা অস্বাভাবিক যে কোনো উপজেলায় যোগ্যপ্রার্থী পাওয়া যায়নি, পদ খালি থাকা সত্ত্বেও। ধরা যাক, ইংরেজি বিষয়ে একটি জেলার ১০টি উপজেলার মধ্যে ৮টিতে শূন্য পদ আছে। কিন্তু যে দুই উপজেলায় কোনো পদ খালি নেই, ঐ দুই উপজেলার ইংরেজি বিষয়ের নিবন্ধনধারী ভিন্ন উপজেলার কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবেদন করলেন। এবং তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারী সকল প্রার্থীর মধ্যে প্রথম হলেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রার্থীও পাওয়া গেল যিনি বা যাঁরা প্রথম পাঁচজনের মধ্যেই নেই মেধা তালিকায়।

তারপরও সংশ্লিষ্ট উপজেলার বিধায় কোনো প্রার্থী কম স্কোর নিয়েও যদি নিয়োগ পান তাহলে এটা কি অন্যায় হবে না? তাহলে কি মেধাবী হবার চেয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রার্থী হওয়াটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ? এমন হলে যোগ্যতর এমনকি যোগ্যতমও বঞ্চিত হবেন। আর এমনও নয় যে প্রত্যেকটা উপজেলায় বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিটিতে ৪০-৫০টি পদ খালি রয়েছে। হ্যাঁ, অগ্রাধিকার তখনই দেওয়া যেতে পারে যদি একই প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারীদের মধ্যে যৌথভাবে একাধিকজন সমান স্কোরধারী হয়, তখন বিবেচনা করা যেতে পারে এদের মধ্যে কে সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রার্থী। নইলে আগের তুলনায় এ পদ্ধতিতে মেধাবীরা আরো বেশি বঞ্চিত হবেন। তাই কোনো জেলার অধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে উপজেলা নয় জেলা মেধাতালিকা অনুসারে নিয়োগ দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি। অন্যথায় বিষয়টি হবে—বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো-র মতো।

মুজিবুর রহমান
কলেজ পাড়া,
ব্রাহ্মণবাড়িয়া